70042 - জনকৈ নারী ইসলামে নারী অধকিার সম্পর্কে জজ্ঞিসে করনে

প্রশ্ন

প্রশ্ন: ইসলামে নারীর অধকিারগুলো কি কি? ইসলামরে স্বর্ণযুগরে পর (অষ্টম শতাব্দী থকেে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত) কভিাবে নারীর অধকিারসমূহে পরবির্তন এল? যহেতেু নারীর অধকিারগুলোতে পরবির্তন এসছে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদুলল্লিাহ।

এক:

ইসলাম নারীকে মহান মর্যাদা দয়িছে। ইসলাম মা হসিবেে নারীকে সম্মান দয়িছে। মায়রে সাথে সদ্ব্যবহার করা, মায়রে আনুগত্য করা, মায়রে প্রতি ইহসান করা ফরয করছে। মায়রে সন্তুষ্টকিে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হসিবেে গণ্য করছে। ইসলাম জানয়িছে, মায়রে পদতলে বহেশেত। অর্থাৎ জান্নাতে যাওয়ার সহজ রাস্তা হচ্ছ- মায়রে মাধ্যমে। মায়রে অবাধ্য হওয়া, মাকে রাগান্বতি করা— হারাম; এমনকি সটো যদি শুধু উফ্ উফ্ শব্দ উচ্চারণ করার মাধ্যমে হয় তবুও। পতিার অধকিাররে চয়েে মায়রে অধকিারকে মহান ঘোষণা করছে। বয়স হয়ে গলেে ও দুর্বল হয়ে গলেে মায়রে খদেমত করার উপর জোর তাগদি দয়িছে। কুরআন-হাদসিরে অসংখ্য স্থানে এ বষিয়গুলো উল্লখে করা হয়ছে। যমেন-

আল্লাহর বাণী: “আমরা মানুষকে তার মাতা-পতিার সাথে সদ্ব্যবহার করার নর্দিশে দয়িছে।”[সূরা আহক্বাফ, আয়াত: ১৫]

“আর আপনার রব আদশে দয়িছেনে তনিি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করতে ও মাতা-পতিার প্রতি সদ্ব্যবহার করত। তারা একজন বা উভয়ই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদরেকে ‘উফ’ বলো না এবং তাদরেকে ধমক দওি না। তাদরে সাথে সম্মানসূচক কথা বল। আর মমতাবশে তাদরে প্রতি নম্রতার পক্ষপুট অবনমতি কর এবং বল ‘হে আমার রব! তাঁদরে প্রতি দয়া করুন যভোবে শশৈবে তাঁরা আমাকে প্রতপিালন করছেলিনে।”[সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত: ২৩-২৪]

ইবনে মাজাহ (২৭৮১) মুয়াবয়িা বনি জাহমিা আল-সুলামি (রাঃ) থকেে বর্ণনা করনে য, তনিি বলনে: আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি আপনার সাথে জহিাদে যতেে চাই; এর মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও আখরোত অর্জন করতে চাই। তনিি বললনে: তোমার জন্য আফসোস! তোমার মা কি জীবতি?

আমি বললাম: হ্যাঁ। তিনি বললেন: ফিরে গিয়ে তার সেবা কর। এরপর আমি অন্যভাবে আবার তাঁর কাছে এসে বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি আপনার সাথে জিহাদে যেতে চাই। এর মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও আখিরাত অর্জন করতে চাই। তিনি বললেন: তোমার জন্য আফসোস! তোমার মা কি জীবিত? আমি বললাম: হ্যাঁ। তিনি বললেন: তার কাছে ফিরে গিয়ে তার সেবা কর। এরপরও আমি তাঁর সামনে থেকে এসে বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি আপনার সাথে জিহাদে যেতে চাই। এর মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও আখিরাত অর্জন করতে চাই। তিনি বললেন: তোমার জন্য আফসোস! তোমার মা কি জীবিত? আমি বললাম: হ্যাঁ। তিনি বললেন: তোমার জন্য আফসোস! তুমি তার পায়ের কাছে পড়ে থাক। সেখানেই জান্নাত রয়েছে।"[আলবানী সহিহু সুনানে ইবনে মাজাহ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। হাদিসটি সুনানে নাসাঈ গ্রন্থেও (৩১০৪) রয়েছে। সেখানে হাদিসটির ভাষ্য হচ্ছে- "তার পায়ের কাছে পড়ে থাক। তার পায়ের নীচে রয়েছে – জান্নাত।"

সহিহ বুখারী (৫৯৭১) ও সহিহ মুসলিমে (২৫৪৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: "এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার সদ্ব্যবহার পাওয়ার বেশি অধিকার কার? তিনি বললেন: তোমার মায়ের। লোকটি বলল: এরপর কার? তিনি বললেন: তোমার মায়ের। লোকটি বলল: এরপর কার? তিনি বললেন: তোমার মায়ের। লোকটি বলল: এরপর কার? তিনি বললেন: তোমার পিতার।"

এগুলো ছাড়াও আরও অনেক দলিল রয়েছে; এ প্রসিরে সবগুলো উল্লেখ করা সম্ভব নয়।

ইসলাম সন্তানের উপর মায়ের যে অধিকার নির্ধারণ করেছে এর মধ্যে রয়েছে মায়ের খোরপোষের প্রয়োজন হলে খোরপোষ দেয়া; যদি সন্তান শক্তিশালী ও সামর্থ্যবান হয়। এ কারণে মুসলমানরা শতাব্দীর পর শতাব্দী নারীকে ওল্ড হোমে রেখে আসা, কিংবা ছেলের বাড়ী থেকে বের করে দেয়া, কিংবা মায়ের খরচ দিতে ছেলের অস্বীকৃতি জানানো কিংবা সন্তানরা থাকতে ভরণপোষণের জন্য নারীকে চাকুরী করা ইত্যাদির সাথে পরিচিতি ছিল না।

স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েও ইসলাম নারীকে সম্মানিত করেছে। ইসলাম স্বামীদেরকে নির্দেশ দিয়েছে স্ত্রীর সাথে ভাল আচরণ করার, জীবন ধারণের ক্ষেত্রে নারীর প্রতি ইহসান করার। ইসলাম জানিয়েছে স্বামীর যেমন অধিকার রয়েছে তেমনি স্ত্রীরও অধিকার রয়েছে; তবে স্বামীর মর্যাদা উপরে। যেহেতু খরচের দায়িত্ব স্বামীর এবং পারিবারিক বিষয়াদির দায়িত্বও স্বামীর। ইসলাম ঘোষণা করেছে, সর্বোত্তম মুসলমান হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর সাথে আচার-আচরণে ভাল। স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত তার সম্পদ গ্রহণ করাকে নিষিদ্ধ করেছে। এ বিষয়ক দলিল হচ্ছে, আল্লাহ্র বাণী: "তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন কর"[সূরা নিসা, আয়াত: ১৯] আল্লাহ্র বাণী: "আর নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের; আর নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা রয়েছে। আর আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[সূরা নিসা,

আয়াত: ২২৮]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “তোমরা নারীদের সাথে ভাল ব্যবহার করার ব্যাপারে ওসিয়ত গ্রহণ কর।”[সহিহ বুখারী (৩৩৩১) ও সহিহ মুসলিম (১৪৬৮)]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে তার পরিবারের কাছে উত্তম। আমি আমার পরিবারের কাছে উত্তম।”[সুনানে তিরমিযি (৩৮৯৫), সুনানে ইবনে মাজাহ (১৯৭৭), আলবানী সহিহুত তিরমিযি গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন]

মেয়ে হিসেবেও ইসলাম নারীকে সম্মানিত করেছে। ইসলাম মেয়ে সন্তান প্রতিপালন ও শিক্ষা দেয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে। মেয়ে সন্তান প্রতিপালনের জন্য মহা প্রতিদান ঘোষণা করেছে। এ বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী হচ্ছে- “যে ব্যক্তি বালেগ হওয়া পর্যন্ত দুইজন মেয়েকে লালন-পালন করবেন সে ও আমি কিয়ামতের দিন এভাবে আসব (তিনি আঙ্গুলসমূহকে একত্রিত করে দেখালেন)”।[সহিহ মুসলিম (২৩১)]

ইবনে মাজাহ (৩৬৬৯) উকবা বিন আমের (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন: “যে ব্যক্তির তিনজন মেয়ে রয়েছে। তিনি যদি মেয়েদের ব্যাপারে ধৈর্য্য ধারণ করেন, তাদেরকে সচ্ছলভাবে খাওয়ান ও পরান; এ মেয়েরা কিয়ামতের দিন তার জন্য জাহান্নামের আগুনের মাঝে বাধা হবে।”[আলবানী সহিহ ইবনে মাজাহ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করেছেন]

ইসলাম নারীকে বোন হিসেবে, ফুফু হিসেবে ও খালা হিসেবেও সম্মানিত করেছেন। ইসলাম সিলাতুর রেহেমে বা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছে ও এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেছে। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা— হারাম হওয়ার কথা অনেক দলিল-প্রমাণে এসেছে। যেমন- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “হে লোকেরা! তোমরা সালামের প্রচলন কর, মানুষকে খাবার খাওয়াও, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা কর, রাতের বেলা নামায আদায় কর যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাক; তাহলে তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”[সুনানে ইবনে মাজাহ (৩২৫১), আলবানী সহিহ সুনানে ইবনে মাজাহ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করেছেন]

সহিহ বুখারীতে (৫৯৮৮) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: আল্লাহ্ তাআলা রেহেমে বা আত্মীয়তার সম্পর্ক সম্পর্কে বলেন: “যে তোমার সাথে সম্পর্ক রাখবে আমিও তার সাথে সম্পর্ক রাখব। আর যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব।”

অনকে সময় একজন নারীর মধ্যে উল্লখেতি সবগুলো মর্যাদার দকি একত্রতি হতে পার। একজন নারী হতে পারনে তনিি স্ত্রী, তনিি মেয়ে, তনিি মা, তনিি বোন, তনিি ফুফু, তনিি খালা। তখন তনিি এ সকল দকিরে মর্যাদা লাভ করনে।

মোটকথা, ইসলাম নারীর মর্যাদা সমুন্নত করছে। অনকে বধিি-বধিানরে ক্ষত্রেে পুরুষ ও নারীকে সমান অধকিার দয়িছে। পুরুষরে ন্যায় নারীও ঈমান আনা ও আল্লাহ্র আনুগত্য করার জন্য আদষ্টি। আখরিাতে প্রতদিান পাওয়ার ক্ষত্রেওে নারী পুরুষরে সমান। নারীর রয়ছে- কথা বলার অধকিার: নারী সৎ কাজরে আদশে করব, অসৎ কাজ থকেে নষিধে করবে ও আল্লাহর দকিে আহ্বান করব। নারীর রয়ছে মালকিানার অধকিার: নারী ক্রয়-বক্রিয় করব, পরত্যিক্ত সম্পত্তরি মালকি হব, দান-সদকা করব, কাউকে উপঢৌকন দবি। নারীর অনুমতি ছাড়া কারো জন্য তার সম্পদ গ্রহণ করা জায়যে নয়। নারীর রয়ছে সম্মানজনক জীবন যাপনরে অধকিার। নারীর উপর অন্যায়, অত্যাচার করা যাবে না। নারীর রয়ছে জ্ঞানার্জনরে অধকিার। বরং নারী তার দ্বীন পালন করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন করা ফরয।

কউে যদি ইসলামে নারীর অধকিারগুলোর সাথে জাহলেি যুগে নারীর অধকিারগুলো তুলনা করে দখেে কংিবা অন্য সভ্যতাগুলোর সাথে তুলনা করে দখেে তাহলে আমরা যা বলছে িএর সত্যতা দখেতে পাব। বরং আমরা দৃঢ়তার সাথে বলছ, ইসলামে নারীকে যে মহান মর্যাদা দয়ো হয়ছে অন্য কোথাও সে মর্যাদা দয়ো হয়নি।

গ্রকি সমাজ, পারসকি সমাজে কংিবা ইহুদি সমাজে নারী কমেন ছলি সটো উল্লখে করার প্রয়োজন নইে। খোদ খ্রস্টিান সমাজওে নারীর অবস্থান খুবই খারাপ ছলি। বরং খ্রস্টিান ধর্মগুরুরা ‘ম্যাকন কাউন্সলি’ সমবতে হয়ছেলি এ বষিয়ে গবষেণা করার জন্য: নারী কি শুধু একটি দহে; নাকি রূহ বশিষ্টি দহে?! শষেে তারা অধকিাংশরে মতামতরে ভত্তিতিে এ সদ্ধিান্তে আসে য, নারী হচ্ছ- রূহবহীন; শুধু ব্যতক্রিম হচ্ছনে মরয়িম আলাইহসি সালাম।

৫৮৬ খ্রস্টিাব্দে ফ্রান্সে নারীকে নয়িে গবষেণার জন্য একটি সমেনিার ডাকা হয়: নারীর কি রূহ আছ, নাকি নইে? যদি নারীর রূহ থাকে সে রূহ কি পশুর রূহ; নাকি মানুষরে রূহ? সবশষেে তারা সদ্ধিান্ত দয়ে য, নারী মানুষ! তব, নারীকে শুধুমাত্র পুরুষরে সবোর জন্য সৃষ্টি করা হয়ছে।

অষ্টম হনেরি শাসনামলে ইংরজে পার্লামন্টে একটি আইন পাস কর, সে আইনে নারীর জন্য ‘নডি টস্টেমন্টে’ পড়া নষিদ্ধি করা হয়; কারণ নারী নাপাক।

ইংরজে আইনে ১৮০৫ সাল পর্যন্ত পুরুষরে জন্য নজিরে স্ত্রীকে বক্রিি করে দয়ো বধৈ ছলি। স্ত্রীর মূল্য নর্িধারণ করা হয় ছয় পনেি।

আধুনিক সমাজে আঠার বছর বয়সের পর নারীকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়; যাতে করে সে জীবনধারণের জন্য চাকুরী করা শুরু করে। আর যদি নারী পিতামাতার বাসায় থেকে যেতে চায় তাহলে তাকে তার রুমের ভাড়া, খাবারের খরচ ও কাপড়-চোপড় ধোয়ার খরচ মেয়ে কর্তৃক পিতামাতাকে পরিশোধ করতে হয়।

[দেখুন: আউদাতুল মারআ (২/৪৭-৫৬)]

নারীর এ অবস্থার সাথে ইসলামে নারীর মর্যাদাকে কিভাবে তুলনা করা যেতে পারে! যেখানে ইসলাম নারীর সাথে সদ্ব্যবহার করা, তার প্রতি দয়া করা, তাকে সম্মান করা ও তার জন্য খরচ করার নির্দেশ দিয়েছে?!

দুই:

সময়ের ব্যবধানে এ অধিকারগুলো পরিবর্তন হওয়া:

নীতিগতভাবে ও তাত্ত্বিকভাবে এ অধিকারগুলোর কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি। তবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে: কোন সন্দেহ নেই ইসলামের স্বর্ণযুগের মুসলমানরা ইসলামি শরিয়া বাস্তবায়নে অগ্রসর ছিলেন। শরিয়তের বিধানাবলীর মধ্যে রয়েছে: মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার, স্ত্রী, মেয়ে, বোন ও আমভাবে সকল নারীর সাথে ভাল আচরণ। যখনি মানুষের দ্বীনদারি দুর্বল হয়ে যায় তখনি এ অধিকারগুলো প্রদানে ত্রুটি ঘটে। তদুপরি কিয়ামত পর্যন্ত একদল মানুষ তাদের দ্বীনকে আঁকড়ে ধরে থাকবে, তাদের রবের শরিয়তকে বাস্তবায়ন করবে। এবং এরাই নারীকে সম্মান দিতে ও নারীর অধিকার আদায়ে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী হবে।

আমরা মেনে নিচ্ছি বর্তমানে নারীর অধিকারের ক্ষেত্রে কসুর আছে, কিছু যুলুম সংঘটিত হচ্ছে, কিছু মানুষ নারীর অধিকার আদায়ে অবহেলা করছে। কিন্তু অনেক মুসলমানের মধ্যে দ্বীনদারি কমে যাওয়া সত্ত্বেও মা হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে, বোন হিসেবে নারীর সম্মান ও মর্যাদা অটুট আছে। প্রত্যেকেকে তার নিজের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।